তারিখ ... 25 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

প্রাইভেট পরীক্ষার আড়ালে সার্টিফিকেট বাণিজ্য

রাতারাতি পাওয়া যাচ্ছে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের **অনার্স** **মাস্টার্স** **বিবিএ** **এমবিএ**

অভিজ্ঞতা সনদ **বিয়ের কাবিনসহ** **প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র**

হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে জাল ও ভুয়া সার্টিফিকেট-মার্কশিট, অভিজ্ঞতা সনদ, বিয়ের কাবিন, ন্যাশনাল আইডি, সাংবাদিকতা আইডি, ডিবির কার্ডসহ প্রাতিষ্ঠানিক যে কোনো কাগজপত্র। ভর্তিযুদ্ধের কোনো ঝামেলা নেই। নেই চার-পাঁচ বছর কষ্ট করে পড়ালেখা করার বিড়ম্বনাও। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিদেশ গিয়ে বাবার পকেটের লাখ টাকা ব্যয়ের ঝুঁকিও নেই। দরকার শুধু নগদ কয়েক হাজার টাকা। সার্টিফিকেট বাণিজ্য নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদনটি লিখেছেন **যাকারিয়া ইবনে ইউসুফ** ও **সাজেদুল ইসলাম বিজয়**

জাল সার্টিফিকেট চক্রের উপস্থিতি নতুন কোনো খবর নয়। রাজধানীর নীলক্ষেতসহ বিভিন্ন কম্পিউটার-ফটোকপির দোকানে সামান্য টাকার বিনিময়ে যে কোনো ধরনের সনদ। পাওয়া যায় এমন ভাসাভাসা খবর অনেকেরই জানা। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়মিত তৎপরতায় সেই চক্র অনেকটাই গা-ঢাকা দিয়েছে। তবে থেমে নেই তাদের ব্যবসা। ইদানীং নতুন কায়দায় রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট পরীক্ষার নাম করে তারা আবার আগের মতোই সার্টিফিকেট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

মাত্র কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে ওই সার্টিফিকেট সওদাগরদের কাছ থেকে মিলছে উচ্চমাধ্যমিকসহ বিবিএ, এমবিএ'র সার্টিফিকেট। ফলে একদিনও বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়েও অনেকেই হয়ে যাচ্ছেন উচ্চশিক্ষিত। সেই সার্টিফিকেট দিয়ে আবার অনেকে চাকরিও করছেন বহাল তবিয়তে।

প্রতিমঞ্চটিম জাল সার্টিফিকেট চক্র সনাক্তে অনুসন্ধান চালিয়েছে বেশকিছু কোচিং সেন্টারে। পাওয়া গেছে অবিশ্বাস্য তথ্য। 'রেগুলার/প্রাইভেট পরীক্ষায় ১০০ ভাগ পাস : ssc/hsc/degree/hon's/ দীর্ঘ গ্যাপ হলেও কোন অসুবিধা নেই পত্রিকায় এমন চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে সার্টিফিকেট জালিয়াত চক্র নামিদামি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ধোঁকা দিচ্ছে জাতিকে।

ফার্মগেটের সাকসেস কোচিং সেন্টার

পত্রিকায় চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে প্রতিমঞ্চ টিমের একজন সদস্য প্রথমে যান ফার্মগেট সাকসেস কোচিং সেন্টারে। নামে কোচিং সেন্টার হলেও মূলত সেখানে কোনো কোচিংয়ের কারবার নেই। কিন্তু দুটি বিল্ডিংয়ে দিব্যি অফিস করছেন সাকসেসের কয়েকজন নারী কর্মী। সরেজমিন তেজগাঁও কলেজের পাশের সাকসেসের নিচতলার অফিসে (ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট) গিয়ে দেখা যায়, সেখানে একটি রুম ভাড়া নিয়ে স্নাতক পর্যায়ে পড়াচ্ছেন এক শিক্ষক। তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তিনি শুধু সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টার জন্য ৬ হাজার টাকায় রুমটি ভাড়া নিয়েছেন। সেখানে মোট তিনটি রুমের দুটিতে ক্লাসরুমের মতো করে অনেক বেঞ্চ রাখা হয়েছে। অন্য রুমটিতে অফিস সেখানে একজন মহিলা বসেন। যিনি আগত শিক্ষার্থী কিংবা অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রতিমঞ্চ টিমের ওই সদস্য প্রথমে সাকসেস কোচিং সেন্টারে শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যান। সেখানে ওই সদস্য বলেন, আপা আমি পড়াশোনায় ভালো না। পরীক্ষার ঝক্কি ঝামেলায় না ফেলে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট দেয়া যাবে কিনা?

কোচিংয়ে কর্তব্যরত মহিলা জানান, সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে সার্টিফিকেট দেয়া সম্ভব হতে পারে। এজন্য একটু বেশি টাকা লাগবে। পরে প্রতিবেদক বলেন, আমার এমন অনেক ভাই-বন্ধু আছেন যারা কোনো না কোনো কারণে পড়াশোনা করেনি বা শেষ করতে পারেনি। এসব কথা শুনে ওই মহিলা প্রতিবেদককে সাকসেসের হয়ে অর্থাৎ এজেন্ট হয়ে কাজ করা অফার দেন।

প্রতারক চক্র মালিবাগে

সংবাদপত্রের আরেকটি বিজ্ঞাপন অনুসরণ করে শনিবার প্রতিমঞ্চটিম যায় মালিবাগ মোড়ে। সেখান থেকে বিজ্ঞাপনে দেয়া নম্বরে কল করে উচ্চমাধ্যমিকের একটি সার্টিফিকেট দরকার জানালে তারেক পরিচয় দিয়ে একজন বলেন, রিকশা নিয়ে পশ্চিম শান্তিবাগ মসজিদের সামনে যেতে। তার কথা মতো ... [illegible]

বিনিময়ে ছদ্মবেশী ওই প্রতিবেদককে প্রতিটি সার্টিফিকেটে কামশন হিসেবে ভাল একটা পার্সেন্টেজ দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেন। এরপর প্রতিবেদকের নাম ও নম্বরটি একটি লম্বা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তালিকা দেখে জানা যায়, প্রতিবেদকের মতো আরও অনেক এজেন্ট রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে সাকসেসের হয়ে কাজ করছে।

কিছুদিন পর সাকসেসের এজেন্ট (প্রতিবেদক) তার দুই ভাই-বন্ধু হিসেবে প্রতিমঞ্চ পাতার বিভাগীয় সম্পাদক এবং যুগান্তর ফিচার বিভাগের ফটো সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে যান। এবার তাদের পাঠানো হল তাদের দ্বিতীয় অফিসে। সেখানে গিয়েও দেখা যায়, একটি বড় ক্লাসরুমের মতো স্পেস আর কয়েকটি ছোট ছোট রুম। প্রতিমঞ্চ টিম সেখানে গিয়ে দেখে একজন শিক্ষক ১৫-২০ জন শিক্ষার্থীকে পড়াচ্ছেন। জানা যায়, তিনিও সেখানে রুম ভাড়া নিয়ে পড়াচ্ছেন। এরপর পাশের একটি কক্ষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমরা কে কি করছি সে বিষয়ে নোট নেয়া হয়। এরপর আমাদের সঙ্গে দুই মহিলাকর্মী কথা বলেন। প্রতিমঞ্চ বিভাগীয় সম্পাদক নিজেই মাস্টার্সের একটি সার্টিফিকেট নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন ওই মহিলা বলেন, আপনি এমবিএ ১৪-১৫ সেশনের একটি সার্টিফিকেট নিতে পারেন। যার জন্য পরিশোধ করতে হবে ১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। পাশাপাশি তিনি জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের মাস্টার্স পাসের সার্টিফিকেট দিতে চান ৯৬ হাজার টাকায়। পুরো কাজ সম্পন্ন করতে এক মাস সময় লাগবে বলে জানান। তিনি এও বলেন, আপনারা যেহেতু আমাদের এজেন্টের মাধ্যমে এসেছেন, আপনারা এর ওপর ২০% ছাড় পাবেন। তিনি বলেন, এজন্য অবশ্যই আপনাদের ৫০% টাকা আগে পরিশোধ করতে হবে। সার্টিফিকেটগুলো এশিয়ান বা ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির হবে বলে জানান তিনি।

তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট দেয়া যাবে কি না? উত্তরে তারা বলেন, প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট দেয়া যাবে তবে দামটা সেক্ষেত্রে একটু বেশি হবে। ড্যাফোডিলের সার্টিফিকেটের দাম পড়বে ২ লাখ। কথা প্রসঙ্গে তারা জানান, নিম্নমানের যে কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের সার্টিফিকেট এক মাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে মাত্র দেড় লাখ টাকায়। আর বিবিএ'র সার্টিফিকেট দেয়া যাবে ২ লাখ ২০ হাজার টাকায়। তারা নিশ্চয়তা দেন এই সার্টিফিকেট অরিজিনাল সার্টিফিকেটের মতোই। সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের জবে আবেদন করা যাবে।

সহজেই সার্টিফিকেট পাওয়ার উদ্দেশ্যে কথা হয় সাকসেস কোচিংয়ের নেপথ্যে থাকা এর কর্ণধার সালাম পাটোয়ারীর সঙ্গে যিনি নিজেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে নিজের পরিচয় দেন। তিনি সার্টিফিকেট বিষয়ে ছদ্মবেশি প্রতিবেদককে বলেন, আমাদের এখান থেকে সরবরাহ করা সার্টিফিকেটগুলো শিক্ষার্থীদের ব্যবহারে কোনো সমস্যা থাকবে না। সার্টিফিকেটধারীর পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটের পাশাপাশি রেজিস্ট্রার বইয়েও থাকবে।

কিছুক্ষণ পরে ওই অফিসে প্রকৃত পরিচয় দেয়া হলে মহিলাসহ টিচাররা অফিস থেকে পালিয়ে যান। প্রায় আধঘণ্টা ওই অফিসে কেউ আসেননি। এরপর সালাম পাটোয়ারীর সঙ্গে বারবার মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয় র‌্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলমকে। তিনি জানান, আমরা শিগগিরই প্রতারণাকারী এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবো।

সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় : আড়ালে সার্টিফিকেট বাণিজ্য

দেশের জনপ্রিয় এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন অনুসরণ করে রোববার প্রতিমঞ্চটিম যায় রাজধানীর মধ্যবাড্ডার গুলশান লিংক রোড এলাকায়। সেখানে গিয়েই চোখে পড়ে সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ নামের একটি সাইনবোর্ড। আসলে এটি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নয়। মধ্যবাড্ডার অসংখ্য দোকানের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটিও যেন একটি দোকান। জিএ ১০৩ নম্বরের এই ভবনটির সরু সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠলে প্রথমেই একজন নারীকে রিসিপশনে পাওয়া যায়। সাংবাদিক পরিচয় গোপন করে ছাত্র হিসেবে কথা হয় তার সঙ্গে। শুরুতে প্রতিবেদকদের ছাত্র হিসেবে বিশ্বাস না করলেও একজনের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র দেখানোর পর কথা বলেন তিনি।

একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তির পর ছয় সেমিস্টার করে আর পড়াশোনা সম্ভব হয়নি ফলে একটি অনার্সের সার্টিফিকেট লাগবে জানালে তিনি বলেন জার্নালিজমের সার্টিফিকেট দেয়া যাবে না। তবে বাংলা, ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স বা মাস্টার্সের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। এরপর উচ্চ পর্যায়ে কথা বলার জন্য তিনি তিন তলায় প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকের সঙ্গে কথা বলতে পাঠান। অতঃপর একটি আবেদন ফরম পূরণের পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিচালনা করতে গেলে নামের আগে ডক্টরেট না থাকলে বেমানান লাগে। তাই তিনিও নামের আগে ডক্টরেট জুড়ে দিয়ে মানুষের কাছে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন ড. জিয়াউর রহমান সোহেল হিসেবে।

সার্টিফিকেটের বিষয় তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বিবেচনা করে সার্টিফিকেটের দাম দিতে হবে। তিন মাসের মধ্যে নাটোরের আর এসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ, এমবিএ, ই-এমবিএ-এর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, আইন ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে তবে দাম পড়বে এক লাখ টাকা।

আর ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে দেয়া যাবে এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট। এটি নিতে হলে গুনতে হবে দেড় লাখ টাকা। তিনি আরও বলেন, প্রথম ধাপে ৪০ হাজার টাকা অগ্রিম দিতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর দিতে হবে ৪০ হাজার টাকা। বাকি টাকা দিতে হবে সার্টিফিকেট নেয়ার সময়। এই সনদ দিয়ে সরকারি চাকরিও করা যাবে বলে জানান তিনি। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, তথাকথিত ড. সোহেল পুরো প্রতিষ্ঠানটি সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা মনিটরিং করেন। যাতে করে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের চোখ সহজেই ফাঁকি দেয়া যায়।

বনানীর গ্লোবাল এক্সপ্রেস

পত্রিকায় প্রাইভেটে পরীক্ষার বিজ্ঞাপন দেখে ছদ্মবেশে প্রতিমঞ্চটিম দ্বিতীয় ধাপে যায় রাজধানীর অভিজাত এলাকা বনানীর গ্লোবাল এক্সপ্রেস নামের একটি প্রতিষ্ঠানে। বনানী সুপার মার্কেটের ৮নং গেটের বিপরীত দিকে শেলটেকের বিনা কানন বিল্ডিংয়ে (রোড ১৭, বাসা নং ৩, ব্লক ই, লেভেল ৫) অবস্থিত গ্লোবাল এক্সপ্রেস। প্রতিষ্ঠানটিতে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা, ভর্তি ও ভিসা প্রসেসিং করা হয়। কিন্তু এর আড়ালেই চলছে সার্টিফিকেট বাণিজ্য। অনুসন্ধান করে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটি তাদের এখানে আসা শিক্ষার্থীদের বিদেশে এডুকেশন ভিসা ধরানোর জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করে থাকে। এমনকি শিক্ষার্থীর যদি কাঙ্ক্ষিত জিপিএ নাও থাকে তারা সেরকম একটি সার্টিফিকেট বানিয়ে শিক্ষার্থীকে আবেদনের যোগ্য করে তোলেন।

গত বৃহস্পতিবার প্রতিমঞ্চ টিম বনানীর গ্লোবাল এক্সপ্রেসে যায়। শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত হয়ে তাদের কাছে মাস্টার্সের সার্টিফিকেট চাওয়া হলে সেখানকার দায়িত্বরত তামান্না নামের এক তরুণী জানতে চান, আমরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট নিতে চাই সে বিষয়ে আমাদের কোনো চয়েজ আছে কি না। তিনি বলেন, আপনি যেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স করেছেন সেহেতু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আপনার জন্য ভালো হবে। তিনি মাস্টার্স বা এমবিএর-সার্টিফিকেট অফার করেন। তামান্না বলেন, আমরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছি। এগুলো যথাক্রমে, এ, বি এবং সি ক্যাটাগরির। এ গ্রেডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এশিয়া প্যাসিফিক, সাউথ এশিয়ান এবং অতিশ দিপঙ্কর। বি গ্রেডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাইম এশিয়া এবং স্টামফোর্ড। এছাড়া সি গ্রেডের মধ্যে রয়েছে, অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এইউবি) ও সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি। তিনি জানান, 'এ' গ্রেডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্টিফিকেটের দাম পড়বে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা, 'বি' গ্রেডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্টিফিকেটের দাম পড়বে ১ লাখ ২০ হাজার এবং 'সি' গ্রেডের ... [illegible]

নতুন কমিটির চ্যালেঞ্জ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি কিছু কথা বলেছেন। আগামী নির্বাচন যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলেছেন। তার এমন বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, গত নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ ছিল।

তিনি বলেন, নির্বাচন যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের সঙ্গে আমরাও একমত। আমরাও চাই, সবার অংশগ্রহণে আগামী নির্বাচন হোক। আওয়ামী লীগ সেই উদ্যোগই নেবে। পরের নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে না, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে— এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এবং সেরকম একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই দলটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার দলের নেতাকর্মীদের কী বার্তা ...

উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ব্যবস্থাপক মিরান সুরদার বিষয়টি তিনি শুনেছেন। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের তৎকালীন ... কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম এর কারণ বলতে পারবেন।

... প্রতিনিধি জানান, প্রকল্পের ঋণের অর্থ ভিন্ন খাতে খরচ করার অভিযোগ ... অধিকাংশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ না দিয়েই ঋণ দেয়া হয়েছে। জেলার সদর ও ... উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের ১৮০ জন সদস্য ও সদস্যার মাঝে জরিপ ... চালিয়ে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। নাজিরপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের ... ছিমা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ৬০ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যের প্রশিক্ষণ ... আবার যে খাতের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন তা ভিন্ন খাতে ব্যয় করেছেন। ওই ... সদস্য কাঠ ব্যবসায়ী মো. জিয়াউদ্দিন সেখ (৫৭) ২০ হাজার টাকার ঋণ ...